কোম্পানি পরিচিতিঃ

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান যা ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১ ইং তারিখে নিবন্ধিত হয়।বর্তমানে আমাদের দেশের মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের সিংহভাগই উৎপন্ন হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে এবং ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ চাহিদার তুলনায় গ্যাসের মজুদ অপ্রতুল। তাই দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো ও প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে, জ্বালানি হিসেবে কয়লা তুলনামূলকভাবে স্বল্প মূল্যের হওয়ায় সরকারের গৃহীত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সম্পূর্ণ সরকারের মালিকানাধীন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২০১১ সালে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড গঠন করা হয়। দেশের বিদ্যুৎ খাতে জ্বালানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকে প্রাধান্য দিয়ে জাপান সরকারের সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক Power System Master Plan (PSMP) প্রণয়ন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে সরকারের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সিপিজিসিবিএল সর্বাধুনিক আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে সিপিজিসিবিএল বেসরকারীভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতিমালা অথবা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ অথবা সরকারের অন্য কোন নীতিমালা অনুসরণকরতঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করবে।

ভিশনঃ

আলোকিত দেশ, যত্নে পরিবেশ।

মিশনঃ

উদ্ভাবনী ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির দ্বারা কয়লা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বৃহত্তম এবং নির্ভরযোগ্য কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিতে পরিণত করে সর্বসাধারণের জন্য বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা।

সিপিজিসিবিএল এর পরিকল্পনাধীন প্রকল্পসমূহঃ

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম	জ্বালানি	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	বাণিজ্যিকভাবে চালুর সম্ভাব্য সময়	বর্তমান অবস্থা
০১	মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ফেইজ-২)	কয়লা	১২০০	২০৩১ সাল	Tepsco, Japan কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান রয়েছে।
০২	৫০০-৬০০ মেঃওঃ এলএনজি ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	এলএনজি	৫০০-৬০০	২০২৮ সাল	ইএসআইএ স্টাডি ও গ্যাস সঞ্চালন লাইন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৩	৫০ মেগাওয়াট গ্রিড-টাইড সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প	নবায়নযোগ্য জ্বালানি	৫০	২০২৬ সাল	পরিকল্পনাধীন
০৪	কোল ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল			২০২৬ সাল	পরিকল্পনাধীন

এছাড়াও সিপিজিসিবিএল কর্তৃক কক্সবাজার জেলার মহেশখালী দ্বীপে বায়ুশক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

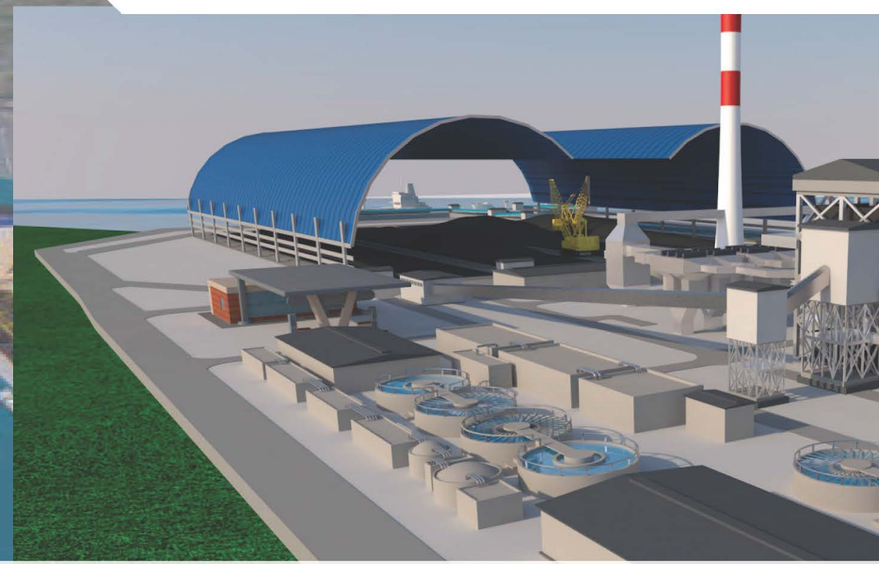

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ - ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ"

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান

"আলোকিত দেশ, যত্নে পরিবেশ"

কর্পোরেট অফিসঃ
ইউনিক হাইটস (লেভেল-১৭)
১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,
ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১২১৭

প্রকল্প অফিসঃ
মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প মাতারবাড়ি,
মহেশখালী, কক্সবাজার

মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৮ জানুয়ারী, ২০১৮ ইং তারিখে মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পোর্ট নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

প্রকল্পের নাম	: মাতারবাড়ি ২×৬০০ মেঃওঃ আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্ট
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল)
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা	: জাইকা, জাপান
বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত প্রযুক্তি	: সর্বাধুনিক আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মদক্ষতা	: ৪১.২৯%
উৎপাদন ক্ষমতা	: ১২০০ মেঃওঃ
প্রাক্কলিত ব্যয়	: *মোট ৫১,৮৫৪.৮৮ কোটি টাকা

(জিওবি: ৬,৪০৬.১৬ কোটি টাকা, প্রঃসাঃ: ৪৩,৯২১.০৩ কোটি টাকা, নিজস্ব ১,৫২৭.৬৯ কোটি টাকা)

**গত ২৩ নভেম্বর,২০২১ ইং তারিখের একনেক সভায় প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে*

২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ : মোট ৬১৬২ কোটি টাকা

(জিওবি: ৩১২ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ৫৮৫০ কোটি টাকা)

২০২১-২২ অর্থবছরের নভেম্বর/ ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতি: মোট ১৬০৩.৮৪ কোটি টাকা

(জিওবি: ১১৮.৬৪ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ১৪৮৫.২০ কোটি টাকা)

নভেম্বর/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: মোট ১৮,৭৯৪.৩৫ কোটি টাকা

(জিওবি: ২,৫২৭.৮৭ কোটি টাকা, প্রকল্প সাহায্য: ১৬০০৩.৩১ কোটি টাকা ও নিজস্ব: ২৬৩.১৭ কোটি টাকা)

নভেম্বর/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি: ৫০.৭০%

নভেম্বর/ ২০২১ পর্যন্ত ইপিসি কাজের ভৌত অগ্রগতি: ৬৩.০০%

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়িতে ২×৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট নির্মাণ;
- ২০২৪ সালের মধ্যে মানসম্পন্ন ও জ্বালানি সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- মাতারবাড়ি সমুদ্র বন্দর উন্নয়নে সহায়তা করা।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

- আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ১২০০ মেঃওঃ ক্ষমতার কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ;
- কয়লা ও তেল আনলোডিং জেটি নির্মাণ;
- গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের জন্য ১৪.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ, ৩৫০ মিটার প্রশস্ত ও ১৮.৫ মিটার (MSL) গভীরতার চ্যানেলসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ;
- প্রকল্প এলাকায় পল্লী বিদ্যুতায়ন;
- প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের জন্য পুণর্বাসন কার্যক্রম; এবং
- আধুনিক টাউনশিপ নির্মাণ।

মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্পটি-কে ঘিরে মাতারবাড়ি-মহেশখালী এলাকায় মাতারবাড়ি পোর্ট, ইকোনমিক জোন, এলপিজি-এলএনজি টার্মিনালসহ ৩৭টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে মাতারবাড়ি- মহেশখালী একটি অত্যাধুনিক শহরে পরিণত হবে, সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে গড়ে উঠবে যা পালন করবে অত্র অঞ্চল ও দেশের ইকোনমিক গেম চেঞ্জারের ভূমিকা।

মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প ও মাতারবাড়ি সমুদ্র বন্দরসহ অন্যান্য প্রকল্পের 3D মডেল

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পোর্ট ফ্যাসিলিটিস

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বয়লার ও পাওয়ার হাউস নির্মাণ কার্যক্রম

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২৭৫ মিটার উচু চিমনি নির্মাণ কার্যক্রম

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা ও তেল আনলোডিং জেটি

প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

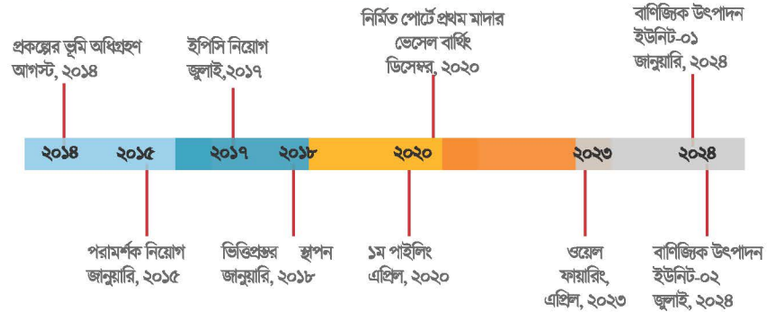

প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান JV of TEPSCO, NIPPON KOEI, SMEC and FICHTNER এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইপিসি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান The Consortium of Sumitomo Corporation, Toshiba Energy Systems and Solutions Corporation and IHI Corporation কর্তৃক ২২ আগস্ট ২০১৭ থেকে প্রকল্পের বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পোর্ট নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রকল্পের আওতায় ১৪.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ, ২৫০ মিটার প্রশস্থ ও ১৮.৫ মিটার (MSL) গভীর চ্যানেল নির্মাণ, কয়লা ও তেল আনলোডিং এর জন্য জেটি, ডিএমএম ও পিভিডি প্রযুক্তিতে পোর্ট ও পাওয়ার প্ল্যান্টের ভূমি উন্নয়ন, সি-ওয়াল, Revetment এবং Sediment Mitigation Dyke সহ আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিস নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে মূল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ এবং চ্যানেলকে অতিরিক্ত ১০০মি. সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া RE Component এর আওতায় পল্লী বিদ্যুতায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। নভেম্বর ২০২১ নাগাদ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৫০.৭০% এবং পাওয়ার প্ল্যান্ট ও পোর্ট নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৬৩.০০%। বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি জানুয়ারী ২০২৪ সালে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে।